সমকাল

তারিখ 16 NOV 2015
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৫

তবুও নিয়োগ চলছে

■ সাব্বির নেওয়াজ

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শেষ মুহূর্তের বাণিজ্য

কুষ্টিয়া সদরের হরিনারায়ণপুর দোয়ারকা দাস আগরওয়ালা মহিলা কলেজে ২২ জন শিক্ষক নিয়োগের প্রক্রিয়া চলছে। গত ৭ নভেম্বর বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে এ নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হয়। অথচ গত ২২ অক্টোবর থেকে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগ বন্ধ ঘোষণা করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। কলেজের অধ্যক্ষ আসাদুজ্জামান সমকালকে বলেন, 'নিষেধাজ্ঞা-সংক্রান্ত কোনো চিঠি এখনও তিনি পাননি, তাই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দিয়ে শিক্ষক নিয়োগ দেওয়ার প্রক্রিয়া চালানো হচ্ছে। তবে সরকারি নিষেধাজ্ঞা এলে নিয়োগ স্থগিত হবে।'

একই জেলার কুমারখালীর মধুপুর উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয় ৬ নভেম্বর। দৌলতপুর কলেজে শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয় ৩ নভেম্বর। কলেজের অধ্যক্ষ আমানুল হক অবশ্য বলেছেন, না বুঝে বিজ্ঞপ্তি দিয়েছেন। এখন স্থগিত রাখা হবে। তবে কলেজের এক শিক্ষক অভিযোগ করেন, অনেক আগেই নিয়োগপ্রার্থীদের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের টাকা নেওয়া হয়েছে। একইভাবে ভেড়ামারা মহিলা কলেজ ও মিরপুর উপজেলার হালসা আদর্শ বিদ্যানিকেতনেও শিক্ষক নিয়োগের প্রক্রিয়া চলছে। হালসা বিদ্যানিকেতনে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হয় ২৬ অক্টোবর।

'এভাবে দেশের বিভিন্ন বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে আমলে নেওয়া হচ্ছে না সরকারি নিষেধাজ্ঞা।

■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৭

তবুও নিয়োগ চলছে

[প্রথম পৃষ্ঠার পর]

এসব নিয়োগের পেছনে অবৈধ লেনদেনের অভিযোগও প্রকট হয়ে উঠছে। সংশ্লিষ্টরা জানান, ২২ অক্টোবরের আগে শুরু হওয়া নিয়োগ কার্যক্রম শেষ করা যাবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে নিষেধাজ্ঞার আদেশে। ওই শর্তটি কাজে লাগিয়ে কৌশলে অনিয়ম চালাচ্ছে একটি চক্র। জালিয়াতির সুবিধার্থে অনেক প্রতিষ্ঠানে পুরনো তারিখ (ব্যাক ডেট) দেখিয়ে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, নোটিশ ও পরীক্ষা কার্যক্রম চালানো হচ্ছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (মাধ্যমিক) চৌধুরী মুফাদ আহমেদ সমকালকে জানান, বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক নিয়োগ বিধিমালা সংশোধন করে পরিবর্তন করা হয়েছে। গত ২২ অক্টোবর সংশোধিত এ বিধিমালার গেজেট জারি হয়েছে। ওই তারিখ থেকে শিক্ষক নিয়োগ বন্ধের আদেশ জারি করা হয়। তিনি আরও বলেন, কিন্তু কেউ যদি নির্ধারিত তারিখের পর বিজ্ঞপ্তি দিয়ে শিক্ষক নিয়োগ দেয় তাহলে তা অবৈধ।

তার পরও এ নিয়ে জেলা শিক্ষা অফিস ও যথাযথ কর্তৃপক্ষ রহস্যজনক কারণে নীরব। এ প্রসঙ্গে অভিভাবকদের শীর্ষ সংগঠন অভিভাবক ঐক্য ফোরামের সভাপতি জিয়াউল কবির দুলু সমকালকে বলেন, মন্ত্রণালয় শুভ উদ্দেশ্য নিয়ে একটি আদেশ দিলেও মনিটরিং না থাকায় সুফল মেলে না। এতে দুর্নীতিবাজরাও উৎসাহ পায়।

অন্যদিকে বিপাকে পড়েছেন বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষায় পাস করা শিক্ষকরাও। তারা এই পরীক্ষায় পাস করে সরাসরি স্কুল-কলেজের নিজস্ব নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে পারবেন, নাকি নতুন নিয়ম অনুযায়ী তালিকাভুক্ত হবেন– তা কেউ নিশ্চিত করতে পারছেন না। প্রজ্ঞাপন প্রকাশের তারিখ ২২ অক্টোবর লেখা থাকলেও, বাস্তবে তা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে দেওয়া হয়েছে ৪ নভেম্বর। শিক্ষক নিয়োগের এ নতুন পদ্ধতির আদেশ জারির সঙ্গে পরিপত্র জারি না হওয়ায় নিয়োগবিষয়ক অনুসরণীয় পদ্ধতিসহ অনেক বিষয়ে অস্পষ্টতা রয়েছে। এ বিষয়ে জানতে চাইলে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ফাহিমা খাতুন বলেন, আদেশ জারির পর পুরনো নিয়মে শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া যায় না। শিগগির নতুন আরেকটি প্রজ্ঞাপন জারি করা হচ্ছে। এতে নিয়োগ নিয়ে সব অস্পষ্টতা কেটে যাবে।

রাজধানীর একটি ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ সমকালকে বলেন, মন্ত্রণালয়ের আদেশে অসঙ্গতি রয়েছে। মন্ত্রণালয়ের উচিত ছিল, আগে নতুন নিয়মে শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষা গ্রহণ করে ফল প্রকাশের মাধ্যমে মেধা তালিকা প্রণয়ন করা। তারপর সেই তালিকা থেকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে শূন্য পদে নিয়োগ দেওয়ার নির্দেশ জারি করা। নইলে যেখানে শিক্ষক পদ শূন্য, সে প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের পাঠদান করবেন কারা?

এমপিদের বিরোধিতা : নতুন নিয়োগ পদ্ধতির বিরোধিতা করেছেন সংসদ সদস্যরা। বৃহস্পতিবার সংসদ অধিবেশনে বেশ কয়েকজন সংসদ সদস্য প্রতিবাদ জানিয়ে বক্তব্য রাখেন। এ পরিপ্রেক্ষিতে রোববার রাতে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ সংসদে ৩০০ বিধিতে এ সম্পর্কে ব্যাখ্যা দেন।